কোহল

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত সঙ্গীতাচার্যের মধ্যে কোহল একজন। কোহলকে তিনি তাঁর শিষ্যশ্রেণীর মধ্যে গ্রহণ করেছেন।)

কোহল 'সঙ্গীত মেরু' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।) গ্রন্থটি কথোপকথনের আকারে অনুষ্টুভছন্দে লেখা। (এই গ্রন্থটিতে মার্গসঙ্গীতের আলোচনা আছে। তাল সম্পর্কে তিনি আর একখানি বই লেখেন। সেটির নাম 'তাল লক্ষণ'। কোহল 'তাল লক্ষণে' এই তাল শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করতে গিয়ে দার্শনিক তত্ত্বরূপ সৃষ্টি রহস্যের অবতারণা করেছেন। এছাড়া কোহলের রচনা বলে কথিত 'কোহলীয় অভিনয় শাস্ত্র' এবং 'কোহল রহস্যম্' নামে দু'টি বই-এর সন্ধান পাওয়া যায়। 'কোহল রহস্যম্'ও কথোপকথনের আকারে লেখা। 'নাট্যশাস্ত্রে'র শেষাংশ নাকি কোহলের রচনা।)

(ভরতাদি শ্রুতি বিচারবিদদের মত কোহলও বাইশ শ্রুতির পক্ষপাতী ছিলেন।) তিনি ষড়জাতি সাতস্বর ও ২২ শ্রুতির পরিচয় দিয়েছেন। কোহল জাতিরাগ ও ভাষারাগের উল্লেখ করেছেন। ভরতের উল্লিখিত জাতিরাগ তাঁর সময়ে প্রচলিত ছিল। তাছাড়া গ্রামরাগ ও ভাষাদিরাগের বিকাশও তাঁর সময় হয়েছিল। এইদিক থেকে বিচার করে তাঁকে ভরতের সমসাময়িক বলা চলে। কারণ, জাতিরাগ থেকে গ্রামরাগ এবং গ্রামরাগ থেকে অন্তর ভাষাদিরাগের সৃষ্টি ও বিকাশ ঘটে ভরত ও মতঙ্গের মধ্যবর্তী সময়ে) (দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শতাব্দী)।

কোহল বাদ্যকেও (তালকে) 'নাদের' অভিব্যক্তি বলে স্বীকার করেছেন। এ-ছাড়া গীত ও বাদ্যরূপ নাদকে পরিপুষ্ট করার জন্য তিনি ভরতের মত রসস্ফূর্তির উপযোগিতাও স্বীকার করেছেন। কোহল বলেছেন যে ধ্বনি মূর্চ্ছনার অভিব্যক্তি এবং জীবজন্তুর শেষ (অন্তিম) শ্রুতির সঙ্গে তাদের যথেষ্ট পরিমাণে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। জাতিরাগ, গ্রামরাগ ও ভাষাদিরাগের প্রকাশের সার্থকতা ও পরিপুষ্টির জন্যে মূর্চ্ছনার

প্রয়োজন। (কোহল বলেছেন, রাগের লক্ষণ ও প্রকৃতি অনুসারে মূর্চ্ছনার প্রয়োগ দরকার। অলঙ্কার প্রসঙ্গে মতঙ্গ কোহলের মত অনুসারে 'নিষ্কুজিত' অলঙ্কারের নিদর্শন দিয়েছেন। কোহলের মত অনুসারে একটি স্বরের পরে অপর স্বরের আরোহণকে নিষ্কুজিত অলঙ্কার বলা হয়। অলঙ্কারের নাম এক হলেও মতঙ্গের সঙ্গে কোহলের মত-পার্থক্য রয়েছে।)